W.B. HUMAN RIGHTS
COMMISSION
KOLKATA-27

File No. 126 /WBHRC/SMC/2017

Date: 13 04.2017

Enclosed is the news item appearing in 'Ananda Bazar Patrika' a Bengali daily dated 13.04.2017, captioned ' রোগিণী ফেরানোর নালিশ বাঁকুড়া মেডিক্যালে'

Principal Secretary, Health & Family Welfare Department, Govt. of West Bengal is directed to furnish a detailed report by 19th May, 2017. His attention is drawn to the views expressed by the Apex Court in the case of Paschim Banga Khet Mazdoor Samity & Ors. Vs State of West Bengal & Anr.

(Justice Girish Chandra Gupta)
Chairperson

(Naparajit Mukherjee)
Member

(M. S. Dwivedy)
Member

Encl: 1) News Item Dt. 13.04. 17
2) A copy of the Judgment in the case of West Bengal Khet Mazdoor Samity & Ors Vs. State of West Bengal & Anr. reported in 1996 SCC(4) 37

Ld. Registrar to keep NHRC posted about cognizance taken on the subject by WBHRC and to send a copy of the order to concerned news paper and uploaded in the website.

রোগিণী ফেরানোর নালিশ বাঁকুড়া মেডি

নিজস্ব সংবাদদাতা

বাঁকুড়া: সরকারি হাসপাতাল থেকে রোগী ফেরানো যাবে না— বার বার বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর সে নির্দেশ ভঙ্গের অভিযোগ উঠল বাঁকুড়া মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে।

মঙ্গলবার রাতে পেটের যন্ত্রণায় কাতর বছর উনিশের গৃহবধূ প্রতিমা মুর্মুকে হাসপাতালের জরুরি বিভাগের ডাক্তার মহিলা সার্জিক্যাল ওয়ার্ডে ভর্তি হতে বলেন। অভিযোগ, ভর্তি না নিয়ে তাঁকে ওয়ার্ড থেকে বার করে দেন ওয়ার্ডের ডাক্তার-নার্সেরা। ছ'মাসের ছেলে কোলে হাসপাতালের বাইরে গাছতলায় স্বামীর হাত আঁকড়ে রাতভর যন্ত্রণা সহ্য করেন বধূটি। বুধবার অবশ্য সুপারের হস্তক্ষেপে তাঁকে ভর্তি নেওয়া হয়েছে।

বাঁকুড়া মেডিক্যালের সুপার শুভেন্দুবিকাশ সাহার মন্তব্য, "ঘটনাটা শুনেই তদন্ত শুরু করেছি।" রাজ্যের ভারপ্রাপ্ত স্বাস্থ্য-শিক্ষা অধিকর্তা বিশ্বরঞ্জন শতপথী বলেন, "সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সব খতিয়ে দেখুন। দোষ প্রমাণিত হলে, ব্যবস্থা নেব।"

মঙ্গলবার রাত সাড়ে ৮টা নাগাদ স্ত্রী প্রতিমাকে নিয়ে বাঁকুড়া মেডিক্যালে যান সিমলাপালের শুকনাখালির বাসিন্দা পরিমল মুর্মু। পরিমলবাবুর দাবি, জরুরি বিভাগের ডাক্তার প্রতিমাকে পরীক্ষা করে তাঁকে বলেন, 'আপনার স্ত্রী-র পেটে টিউমার হয়েছে। ওঁকে এখনই ভর্তি করাতে হবে'। মহিলা সার্জিক্যাল ওয়ার্ডে ভর্তি করাতে টিকিটে লিখেও দেন ওই ডাক্তার। কিন্তু প্রতিমা তা নিয়ে ওই ওয়ার্ডে যেতে ডাক্তার ও নার্সেরা তাঁকে বলেন, 'ভর্তি নেওয়া যাবে না'।

পরিমলের অভিযোগ, "কেন ভর্তি নেওয়া যাবে না জানতে চাওয়ায় ওঁরা প্রতিমাকে প্রায় তাড়িয়ে দেওয়ার মতো করে ওয়ার্ড থেকে চলে যেতে বলেন। আমি প্রতিমার যন্ত্রণার কথা বলে ওঁদের দু'বার অনুরোধ করেছি। ওঁরা কথা শুনতে চাননি।"

রাতে হাসপাতালের বাইরে একটি গাছতলায় আশ্রয় নেয় পরিবারটি। পরিমলের কথায়, "প্রতিমা আমার হাত আঁকড়ে কাতরাচ্ছে। ছেলে কাঁদছে। কী ভাবে রাতটা পেরিয়েছে, কী বলব।" ভোর হতেই সিমলাপালের তৃণমূল নেতা সুনীল সিংহের সঙ্গে যোগাযোগ করেন পরিমল। তাঁর পরামর্শে সুপারের সঙ্গে দেখা করে জানান সব কিছু। তখন প্রতিমাকে ভর্তি করাতে বেগ পেতে হয়নি।

হাসপাতাল সূত্রের খবর, আপাতত যন্ত্রণা কমেছে বধূটির।

মঙ্গলবার রাতে মহিলা সার্জিক্যাল ওয়ার্ডে কর্তব্যরত ডাক্তার বা নার্সদের সঙ্গে এ দিন যোগাযোগ করা যায়নি। সূত্রের খবর, তাঁরা সুপারের কাছে দাবি করেছেন, প্রতিমা … যান। ত… সব কিছুই …

in the context of medico-legal cases. has emphasized the ...